আযকারুল মুহাম্মাদীয়াহ

# الأذكار المحمدية

সায়্যেদুল আওয়ালীন ওয়া আখিরীন

সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ ﷺ এর বানী থেকে

# হেফাযতের দুয়া

কালো যাদু, মন্ত্র, জ্বিন ও সব ধরণের
অমঙ্গল হইতে নিরাপদ থাকার জন্য

কুরআন ও সুন্নাত থেকে সংকলিত

উৎসর্গ

সায়্যেদুল আওলিয়া
সায়্যিদিনা 'আব্দুল 'আযীয আদ-দাব্বাগ رضي الله عنه
ফেস, মরক্কো | ১১৩১ হিজরী

সংকলনায়
আহমাদ দাব্বাগ

MUHAMMADIYAH
PUBLICATIONS

## ১০ বার পড়ুন

দুরূদ শরীফ

ফযিলত
হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, যে সকাল ও সন্ধ্যায় আমার নামে দশ বার দুরূদ শরীফ পড়বে, শেষ বিচারের দিনে আমি তার সুপারিশকারী হবো। [তাবরানী]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহ্বীম
পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى

আল্লাহুম্মা স্বল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিন ও‘আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা স্বল্লাইতা ‘আলা

হে আল্লাহ, রহমত বর্ষণ করুন হযরত মুহাম্মদ এর প্রতি ও তাঁর বংশধরদের প্রতি, যেভাবে রহমত বর্ষণ

اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ

ইব্রাহিমা ওয়া‘আলা আলি ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হ্বামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক

করেছো হযরত ইব্রহীম ও তাঁর বংশধরদের প্রতি, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ বরকত

عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ

‘আলা মুহাম্মাদিন ওয়া‘আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা ‘আলা ইব্রাহীমা

নাজিল করুন, হযরত মুহাম্মদ এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি, যেভাবে বরকত নাযিল করেছো

وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞

ওয়া‘আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

হযরত ইব্রহীম ও তাঁর বংশ ধরগণের প্রতি । নিশ্চয়ই তুমি সম্মানিত ও প্রশংসিত।

## ১ বার পড়ুন

সুরাহ ফাতিহা

ফযিলত
হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কোন বান্দা যদি ঘরের মধ্যে সুরা ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করে তবে কোন মানুষ বা জ্বিনের অশুভ দৃষ্টি সেই ঘরের লোকেদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। [আদ দায়লামী]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহ্বীম
পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢

আলহ্বামদুলিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন। আর-রাহমানির রাহীম।

১. সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা‘য়ালার যিনি সারা জাহানের পালন কর্তা। ২. যিনি পরম করুণাময়, দয়ালু।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

মালিকি ইয়াওমিদ-দ্বীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওইয়্যাকা নাসতা'ইন।

৩. যিনি বিচার দিনের অধিপতি ৪. আমরা একমাত্র তারই ইবাদত করি, এবং একমাত্র তারই কাছে সাহায্য চাই।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

ইহদীনাস্ব স্বিরাত্বাল মুসতাক্বিম। স্বিরাত্বল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম

৫. হে আল্লাহ আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন। ৬. তাদের পথে, যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٦

গাইরিল মাগদ্বুবি আ'লাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বাল্লিন।

তাদের (পথ) নয়, যারা আপনার গজবে পতিত হয়েছে এবং (তাদের পথ ও নয়) যারা পথ ভ্রষ্ট।

ফযিলত

হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, সূরা বাক্বারায় এমন একটি আয়াত রয়েছে যা কুরআনের অন্যান্য আয়াতের মধ্যে সর্বোত্তম। কোন গৃহে যখন তিলাওয়াত করা হয়, শয়তান সেখান থেকে বিতাড়িত হয়। [হাকিম, বায়হাকী]

## ১ বার পড়ুন

সূরাহ বাক্বারাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহ্বমানির রাহ্বীম

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে।

الٓمّٓ ۝١ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ

আলিফ-লাম-মীম। যালিকাল্ কিতাবু লা রাইবা ফীহি, হুদাল্লিল মুত্তাকীন। আল্লাযীনা

১. আলিফ, লাম, মীম। ২. ইহা (আল কুরআন) সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের (খোদাভীরূদের) জন্য পথ প্রদর্শক। ৩. যারা অদৃশ্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে,

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣

ইউ'মিনুনা বিল্গাইবি, ওইউকীমুনাস্ স্বালাতা, ওয়ামিম্মা রাযাক্বানাহুম ইউনফিক্বুন।

আর সালাত (নামায) কায়েম করে, আর আমি (আল্লাহ) তাদের কে যা কিছু দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ

ওল্লাযীনা ইউ'মিনুনা বিমা উনযিলা ইলাইকা ওয়ামা উনযিলা মিন্ ক্বাবলিক,

৪. এবংযারা বিশ্বাস স্থাপন করে যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্ববর্তীদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল।

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ

ওয়াবিল আখিরাতিহুম ইউক্বিনূন। উলাইকা ‘আলা হুদাম্মির রাব্বিহিম
এবং আখিরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। ৫. তারাই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন
এবং তারাই যথার্থ সফলকাম।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَهٗ

আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম লা তা’খুযুহু সিনাতুউ ওয়ালা নাউম। লাহু
২৫৫. আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না।

مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ

মাফিসসামা ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্ব। মান যাল্লাযী ইয়াশফা‘য়ু ইনদাহু ইল্লা বিইযনি
আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে এমন আছে যে, তাঁর দরবারে তাঁর বিনা অনুমতিতে

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ

ইয়া‘লামু মা বাইনা আইদিহিম ওমা খল ফাহুম ওলা ইউহিতুনা বিশাইইম্ মিন
সুপারিশ পেশ করবে? সামনের ও পিছনের সবকিছুই তিনি জানেন। কোন কিছুই তার জ্ঞানকে পরিবেষ্টন

عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۖ وَلَا

‘ইলমিহি ইল্লা বিমাশাআ, ওয়াসি‘আ কুরসিইউহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব ওয়ালা
করতে পারে না। কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমিন পরিবেষ্টন করে আছে।

يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ۝٢٥٥ لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۖ

ইয়াউদুহু হিফযুহুমা। ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল আযীম। লা ইকরাহা ফিদ্দীনি
এ উভয়টির রক্ষা করার কাজ কখনো তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যা-
দাবান। (আল্লাহর) দ্বীনের ব্যাপরে কোন জোর জবরদস্তি নাই। (কারণ) সত্য (হেদায়ত) (এখানে) মিথ্যা

قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ

ক্বাত্ তাবাইয়্যানাররুশদু মিনাল্ গাইয়্যি, ফামাই ইয়াকফুর বিত্ত্বাগূতি ওইয়ু’মিম্ বিল্লাহি
(গোমরহী) থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী তাগুতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ

ফাক্বাদিস্তা মসাকা বিল্ উরওয়াতিল উছক্বা-লানফিস্বামা লাহা, ওল্লাহু সামী'উন্
বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারন করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ পাক সব কিছুই

عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ
'আলীম। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু ইয়ুখরিজুহুম্ মিনায্ যুলুমাতি ইলান নুর;
শুনেন এবং জানেন ২৫৭. যারা (আল্লাহর উপর) ঈমান আনে। আল্লাহ পাকই হচ্ছেন তাদের সাহায্যকারী
(বন্ধু/অভিভাবক) তিনি (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে তাদের (ঈমানের) আলোতে বের করে নিয়ে আসেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ
ওল্লাযীনা কাফারূ আওলিয়াউ হুমুত্ব ত্বায়াগুতু ইয়ুখরিজুনাহুম্ মিনান্ নুরি
(অপর দিকে) যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে বাতিল (শক্তি সমূহ) হয়ে থাকে তাদের সাহায্যকারী, তা
তাদের (দ্বীনের) আলো থেকে (কুফরীর) অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়,

اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٦﴾
ইলায্ যুলুমাত; উলায়িকা আস্বহাবুন নারি, হুম ফীহা খালিদূন।
এরাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখনে তারা চিরদিন থাকবে।

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ
লিল্লাহি মাফিস্ সামাওয়াতি ওমাফিল আরদ্ব; ওয়াইন তুবদু মা ফী আনফুসিকুম
২৮৪. আকাশ সমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে তা সব আল্লাহরই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর

اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
আও তুখফুহু ইয়ুহা-সিবকুম্ বিহিল্লাহ্; ফাইয়াগফিরু লিমাই ইয়াশা - উইয়ুআযিবু
কিংবা তা গোপন করো, আল্লাহ পাক (একদিন) তোমাদের নিকট থেকে এর (পুরোপুরি) হিসাব গ্রহণ
করবেন, (এরপর) তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেবেন, (আবার) যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি শাস্তি

يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ
মাই ইয়াশাউ অল্লাহু 'আলা কুল্লি শায়ইন্ ক্বাদীর। আমানুর-রাসূলু বিমা উনযিলা
দেবেন; আল্লাহ পাক সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। ২৮৫. রাসূল বিশ্বাস স্থাপন করেছেন যা তার প্রতি তাঁর

اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ
ইলাইহি মির রাব্বিহি ওয়াল মু'মিনুন। কুল্লুন আমানাবিল্লাহি ওয়া-মালাইকাতিহি ওয়াকুতুবিহি
প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছে মুমিনরা। সবাই বিশ্বাস স্থাপন
করেছে আল্লাহর উপর, ফেরেস্তাগনের উপর, কিতাব সমূহের উপর এবং রাসূলগনের উপর।

وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا

ওয়ারুসুলিহি, লা নুফাররিক্বু বাইনা আহাদিম-মির রুসুলিহি। ওয়াক্বালু সামিঈনা,

তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। তারা বলে আমরা শুনেছি এবং মান্য

وَاَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ

ওয়াআত্বা'না, গুফরানাকা, রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসির। লা ইউকাল্লিফু ফুল্লাহু

করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا

নাফসান ইল্লা উসআ'হা। লাহা মা কাসাবাত ওআ'লাইহা মাক তাসাবাত। রব্বানা

২৮৬. আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। অতএব হে মুমিন ব্যক্তিরা, তোমরা এই বলে দু'য়া করো)

لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ

লাতুআ খিযনা ইন নাসীনা আও আখত্বা'না। রাব্বানা ওয়ালা তাহ্‌মিল 'আলাইনা

হে, আমাদের প্রভু, যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, (কোথাও) যদি আমরা কোন ভুল করে বসি, তার জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করো না, হে আমাদের মালিক! আমাদের পূর্ববর্তীদের (জাতিদের) উপর যে

اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا

ইস্বরান কামা হ্বামালতাহু 'আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা। রাব্বানা ওয়ালা তুহ্বাম্মিলনা মা

ধরণের বোঝা তুমি চাপিয়েছিলে তা আমাদের উপর চাপিয়োনা। হে আমাদের প্রভু, যে বোঝা বইবার সামর্থ্য আমাদের নেই তা তুমি আমাদের দিয়োনা। আমাদের পাপ মোচন করো।

لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ اَنْتَ مَوْلٰنَا

লা ত্বাক্বাতা লানা বিহ। ওয়া'ফু 'আন্না, ওয়াগফিরলানা, ওয়ারহা'মনা। আন্তা মাওলানা,

আমাদেরকে মাফ করে দাও। আমাদের উপর দয়া করো। তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয় দাতা, অতএব

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

ফানস্বুরনা 'আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

কাফেরদের মোকাবি লায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।

## ৭ বার পড়ুন

حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾

হাসবিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ‘আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুহা রাব্বুল আরশীল আযীম।

১২৯. আল্লাহ পাকই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই। আমি তাঁর উপর ভরসা করি এবং তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের একচ্ছত্র অধিপতি।

## ৩ বার পড়ুন

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ

ফাসুবহা নাল্লাহি হ্বীনা তুমসূনা ওয়াহ্বীনা তুস্ববিহূন। ওয়ালাহুল হ্বামদু

অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ননা কর যখন সন্ধ্যা হয় এবং যখন প্রভাত হয় এবং আসমান ও যমীনের যাবতীয় প্রশংসা তো একমাত্র তাঁরই জন্যে। এবং (তাঁর পবিত্রতা বর্ননা কর ) রাত্রিকালে ও

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ

ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়া‘আশিয়্যাউ ওয়াহ্বীনা তুযহিরূন্। ইয়ুখরিজুল

দ্বি প্রহরে। তিনিই জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনিই (সেই সত্তা যিনি

الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ

হাইয়্যা মিনাল্ মাইয়্যিতি ওয়া ইয়ুখরিজুল্ মাইয়্যিতা মিনাল্ হাইয়্যি ওয়াইয়ুহ্ই আরদ্বা

এ) যমীনকে তার নির্জীব অবস্থার পর পুনরায় জীবন দান করেন, (ঠিক) এভাবেই তোমারদেরও আবার

مَوْتِهَا ۭ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾

বা‘দা মাওতিহা ওয়াকাযালিকা তুখরাজূন্।

পুনরুত্থিত করা হবে। (কবর থেকে)।

## ৩ বার পড়ুন

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

‘আউযুবিল্লাহিস সামী‘ইল ‘আলীমি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম।

আমি সর্বশ্রোতা-সর্বজ্ঞ, মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি অভিশপ্ত শয়তান হতে।

## ১ বার পড়ুন

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ

হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লাহুওয়া ‘আলিমুল্ গাইবি ওয়াশশাহাদাতি হুওয়ার

তিনি সে মহান আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনিই অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী। তিনি পরম

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٥٥﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ

রহমানির রহীম। হুওয়াল্লা-হুল্ লাযী লা ইলাহা ইল্লা হু, আল্ মালিকুল্

করুনাময় ও দয়ালু। আল্লাহ সে মহান সত্ত্বা যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনিই সকল রাজ্যের

الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ

ক্বুদ্দুসুস্ সালামুল্ মু’মিনুল মুহাইমিনুল্ ‘আযীযুল্ জ্বাব্বারুল্ মুতাকাব্বির;

অধিকারী, পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদানকারী, আশ্রয়দাতা, পরাক্রমশালী, শক্তিধর, সর্ববৃহৎ।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٥٥﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ

সুবহানাল্লাহি ‘আম্মা- ইয়ুশরিকুন্। হুওয়াল্লাহুল খালিকুল্ বারিয়ুল্ মুস্বাওয়িরু

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যাকে তারা অংশীদার মনে করে তা থেকে তিনি পবিত্র। তিনি হলেন

الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

লাহুল্ আসমাউল হ্বুসনা; ইউসাব্বিহু লাহূ মাফিস্ সামাওয়াতি

সৃষ্টিকর্তা, জন্মদাতা, আকৃতি দানকারী তার রয়েছে সুন্দর সুন্দর অনেক নাম। আকাশ ও পৃথিবীতে যা

وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

ওয়াল আরদ্বি ওয়াহুওয়াল্ ‘আযীযুল হ্বাকীম্।

কিছু আছে সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

ফযিলত

হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করার সময় সুরা ইখলাছ পাঠ করে দারিদ্রতা সেই ঘরের অধিবাসী এবং তার প্রতিবেশী থেকে দুরে সরে যায়। [বায়হাকী]

## ১ বার পড়ুন

সূরাহ ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহ্বীম

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ

কুল হুওয়াল্লাহু আহ্বাদ্, আল্লাহুস্ব স্বামাদ্, লাম্ ইয়ালিদ্

(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ তিনি এক ও একক; তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; তিনি কাউকে

وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

ওয়ালাম্ ইউলাদ। ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহ্বাদ্।

জন্ম দেন নি, আর তিনিও কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেন নি; আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউই নেই।

ফযিলত

হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, বলেছেন, সুরা ইখলাছ, সুরা ফালাক, সুরা নাস এই ক্রমানুসারে ৩ বার প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠ করলে তা তোমার সকল কাজের জন্যই ইহা যথেষ্ট হবে। [ইবনে সুন্নী]

## ১ বার পড়ুন

সূরাহ ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহ্বীম

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢

কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব। মিন শাররি মা খালাক্ব।

(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের পালনকর্তার কাছে। আশ্রয় চাই তার সৃষ্টি করা প্রতিটি জিনিসের অনিষ্ট থেকে। আশ্রয় চাই অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন রাত তার অন্ধকার বিছিয়ে দেয়।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤

ওয়া মিন শাররি গাসিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শাররিন নাফ্ফাছাতি ফিল্ 'উকাদ।

(আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদু টোনাকারিনীদের অনিষ্টতা থেকে। হিংসুক ব্যক্তির

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

ওয়া মিন শাররি হ্বাসিদিন ইযা হ্বাসাদ।

(সব ধরণের হিংসার) অনিষ্টতা থেকেও (আমি আপনার আশ্রয় চাই) যখন সে হিংসা করে

ফযিলত
হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, বলেছেন, সুরা ইখলাছ, সুরা ফালাক ও সুরা নাস পাঠ করে দুই হাত একত্রিত করে ফুঁ দিতেন। তারপর তিনি তাঁর হাত সমস্ত শরীরে বুলিয়ে দিতেন এবং শুরু করতেন মাথা, মুখ...[সহীহ বুখারী]

## ১ বার পড়ুন

সুরাহ নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহ্বীম
পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣

কুল ‘আউযু বিরাব্বিন নাস। মালিকিন নাস। ইলাহিন নাস।

(হে নবী!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের সৃষ্টিকর্তার কাছে, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রকৃত মালিক-বাদশাহর কাছে। আমি আশ্রয় চাই মানুষের একমাত্র মাবুদের কাছে।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۝٣ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ

মিন শাররীল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাস। আল্লাযি ইউওয়াস উইসু

(আমি আশ্রয় চাই) শয়তানের ওয়াসওয়াসের অনিষ্টতা থেকে। যে মানুষের অন্তরে কু-মন্ত্রনা

فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٥

ফী স্বুদুরিন নাস। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস।

দেয় ও আত্মগোপন করে, জ্বিনদের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে হোক।

## ১ বার পড়ুন

সুরাহ ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহ্বীম
পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ

কুল হুওয়াল্লাহু আহ্বাদ্, আল্লাহুস্ব স্বামাদ্, লাম্ ইয়ালিদ্

(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ তিনি এক ও একক; তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; তিনি কাউকে

وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

ওয়ালাম্ ইউলাদ। ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহ্বাদ্।

জন্ম দেন নি, আর তিনিও কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেন নি; আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউই নেই।

## ১ বার পড়ুন

সূরাহ ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহ্বমানির রাহ্বীম

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢

ক্বুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব। মিন শাররি মা খালাক্ব।

(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের পালনকর্তার কাছে। আশ্রয় চাই তার সৃষ্টি করা প্রতিটি জিনিসের অনিষ্ট থেকে। আশ্রয় চাই অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন রাত তার অন্ধকার বিছিয়ে দেয়।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤

ওয়া মিন শাররি গাসিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শাররিন নাফ্ফাছাতি ফিল্ 'উকাদ।

(আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদু টোনাকারিনীদের অনিষ্টতা থেকে। হিংসুক ব্যক্তির

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

ওয়া মিন শাররি হ্বাসিদিন ইযা হ্বাসাদ।

(সব ধরণের হিংসার) অনিষ্টতা থেকেও (আমি আপনার আশ্রয় চাই) যখন সে হিংসা করে

## ১ বার পড়ুন

সূরাহ নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহ্বমানির রাহ্বীম

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣

ক্বুল 'আউযু বিরাব্বিন নাস। মালিকিন নাস। ইলাহিন নাস।

(হে নবী!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের সৃষ্টিকর্তার কাছে, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রকৃত মালিক-বাদশাহর কাছে। আমি আশ্রয় চাই মানুষের একমাত্র মাবুদের কাছে।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۝٣ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ

মিন শাররীল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাস। আল্লাযি ইউওয়াস উইসু

(আমি আশ্রয় চাই) শয়তানের ওয়াসওয়াসের অনিষ্টতা থেকে। যে মানুষের অন্তরে কু-মন্ত্রনা

فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ٤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٥

ফী স্বুদুরিন নাস। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস।

দেয় ও আত্মগোপন করে, জ্বিনদের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে হোক।

## সকাল ও সন্ধ্যার মাসনূন আযকার

### ৩ বার পড়ুন

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا

রাদ্বিতু বিল্লাহি রাব্বাও ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনাও ওয়াবি মুহাম্মাদিন ﷺ নাবিইয়া।

আমি আল্লাহকে ‘রব’ হিসাবে, ধর্ম ইসলামকে ‘দ্বীন’ (জীবন বিধান) হিসাবে এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে আল্লাহর নবী হিসাবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট আছি।

ফযিলত হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন,“যে এই দোয়া ৩বার পাঠ করবে, আল্লাহ ﷻ রোজ কিয়ামতের দিন তাকে সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। [আহমদ]

### ৩ বার পড়ুন

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ

বিসমিল্লাহিল্লাযি লা ইয়াদুররু মা‘আসমিহী শাইউন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিস

আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি। যার নামে শুরু করলে আকাশ ও পৃথিবীতে কোন কিছুই কোন

وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

সামায়ি ওহুয়াস সামীউল আলীম।

ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

### ১ বার পড়ুন

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ ، لَا اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ

আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি, লা ইলাহা ইল্লা আনতা ‘আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আন্তা

হে আল্লাহ, তুমি আমার রব (প্রতিপালক)। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আমি শুধু তোমার উপরই

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، مَاشَآءَاللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْلَمْ يَكُنْ لَاحَوْلَ

রাব্বুল ‘আরশিল আযীম, মাশাআল্লাহু কানা ওমালাম, ইয়াশালাম ইয়াকুন লা হাউলা

ভরসা করি। তুমি আরশের অধিপতি। তোমার ইচ্ছা ব্যতীত কারো কিছুই করার ক্ষমতা নাই। তোমার

وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى

ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল ‘আলিয়িল আযীম, আ’লামু আন্তাল্লাহু ‘আলা

শক্তি ও সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া কোন ভাল কাজ করা যায় না, মন্দ কাজ থেকেও বেঁচে থাকা যায় না।

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا،

কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, ওয়া আন্তাল্লাহু ক্বাদ আহাত্বা বিকুল্লি শাইয়িন ‘ইলমা

নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতাবান। নিশ্চয়ই আল্লাহর জ্ঞান সব বিষয়কে বেষ্টন করে আছে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ،

আল্লাহুম্মা ইননি আ‘উযুবিকা মিন শাররি নাফসি ওয়ামিন শাররি কুল্লি দাব্বাতিন,

হে মহান আল্লাহ, আমি আমার নফসের (প্রবৃত্তির) অনিষ্টতা থেকে পানাহ চাই। এবং সকল বিচরনশীল

اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٌ ۞

আনতা আখিযুম বিনাসিহাতিহা ইন্না রাব্বী ‘আলা সিরাতুম মুস্তাকীম

প্রাণীর অনিষ্টতা থেকে। তুমি সকল কিছুর কপালের চুল ধারণকারী (সব কিছুই তোমার অধীন)।
নিশ্চয়ই আমার প্রভুর পথই সঠিক।

## ৩ বার পড়ুন

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল ‘আফিইয়াতি ফিদ্দুনিয়া ওয়াল

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং এই দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা

وَالْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ

আখিরা, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল ‘আফিইয়াতি ফী দীনী

করছি। হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমি আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার

وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِيْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ،

ওয়াদুনইয়া ওয়া আহলী ওয়ামালী, আল্লাহুম্মাস তুর'আওরাতী ওয়ামিন রাও'আতী

ও সম্পদের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ আমার দোষ সমূহ ঢেকে রাখ, আমাকে নিরাপদে রাখ

---

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَّمِيْنِيْ

আল্লাহুম্মাহ ফাযনী মীম বাইনা ইয়াদাইয়্যা ওয়ামিন খাল্ফী ওয়া'আই-ইয়ামিনী ওয়া

ভয় ভীতি থেকে। হে আল্লাহ, আমাকে রক্ষা করো, আমার পিছনে, সামনে, ডানে, বামে, উপরে নীচে যা

---

وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ ۞

'আন শিমালী ওয়ামিন ফাওকী ওয়া'আউযু বি'আযামাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী।

কিছু আছে তা থেকে। অর্থাৎ সকল দিক থেকে সম্ভাব্য সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে। আমি তোমার মহত্ত্বের কাছে পানাহ চাচ্ছি পিছনে ধ্বসে পড়া থেকে।

---

৩ বার পড়ুন

يَارَبِّيْ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ ۞

ইয়ারাব্বী লাকাল হামদু কামা ইয়াম্বাগী লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া 'আযীমি সুলত্বানিক।

হে আমার প্রভু, সকল প্রশংসা তোমার, যে ভাবে তোমার মহত্ব ও মহান সত্ত্বার প্রশংসা করা উচিত আমি সে ভাবে তোমার প্রশংসা করছি।

---

৩ বার পড়ুন

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ

সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি 'আদাদা খাল্ককিহি ওয়ারিদ্বা নাফসিহি ওয়াযিনাতা

সকল সম্মান ও প্রশংসা মহান আল্লাহ তালার। তার সৃষ্টির সমপরিমান সংখ্যা এবং মহান সত্ত্বার সন্তুষ্টির সমপরিমান, আরশের সৌন্দর্যের সমপরিমান এবং তার কালিমার বাক্যাবলীর সমপরিমান

---

عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ ۞

'আরশিহি ওয়ামিদাদা কালিমাতি।

প্রশংসা ও পবিত্রতা।

---

## ৩ বার পড়ুন

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ

আল্লাহুম্মা আফিনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা আফিনী ফী সাম'ই, আল্লাহুম্মা আফিনী

হে আল্লাহ! আমার শরীরে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান কর, হে আল্লাহ! আমার শ্রবণ শক্তিতে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ! আমার দৃষ্টি শক্তিতে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান কর,

فِيْ بَصَرِيْ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

ফী বাস্বারী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা।

তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই।

## ১ বার পড়ুন

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِيْ وَدِيْنِيْ،

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, বিস্মিল্লাহি 'আলা নাফসি,ওয়াদীনী,

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আমার জীবন ধর্মকেও আল্লাহর নামে শুরু করছি,

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ اَعْطَانِيْ رَبِّيْ، بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَآءِ،

বিস্মিল্লাহি 'আলা কুল্লি শাইয়িন আ'ত্বানী রাব্বী, বিস্মিল্লাহি খাইরাল আসমায়ি,

আল্লাহ যা কিছু দান করেছেন সব কিছু তাঁরই নামে শুরু করছি। আল্লাহর নামে শুরু হলো সর্বোত্তম নাম।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ دَاءٌ ، بِسْمِ اللّٰهِ افْتَتَحْتُ، وَعَلَى

বিস্মিল্লা হিল্লাযি লা ইয়াদ্বুররু মা'আসমিহি দাআ্, বিস্মিল্লাহিফ তাতাহ্বত, ওয়া

শুরু করছি সেই সত্তার নামে যে নামে শুরু করলে কোন ক্ষতি নাই, আল্লাহর নামে খুলেছি (শুরু করেছি)

اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ، اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا ، اَسْئَلُكَ

'আলাল্লাহি তাওয়াকালতু, আল্লাহু আল্লাহু রাব্বী লা উশ্রিকু বিহী আহ্বাদ, আসালু

এবং তাঁর উপর ভরসা করছি। আল্লাহ আমার রব (পালন কর্তা) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করিনা।

اَللّٰهُمَّ بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْرِكَ، الَّذِيْ لَا يُعْطِيْهِ اَحَدٌ غَيْرُكَ،

কাল্লাহুম্মা বিখাইরিকা মিন খাইরিক, আল্লাযী লা ইউ'ত্বীহি আহ্বাদুন গাইরুক

হে আল্লাহ, তোমার কাছে তা চাই যা তোমার কল্যাণেই কল্যান, যা তুমি ছাড়া কারো দেওয়ার ক্ষমতা নাই।

عَزَّجَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَآ ئُكَ، وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ، اِجْعَلْنِيْ فِيْ

‘আযযাজারুক, ওয়াজাল্লা ছানাউক, ওয়ালা ইলাহা গাইরুক, ইজ‘আলনী ফী

বা কেহই দিতে পারেনা। তোমার নিকটবর্তীগণ সম্মানিত এবং তোমার প্রশংসা সমুন্নত। তুমি ব্যতীত

عِيَاذِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ وَّمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اَللّٰهُمَّ

‘ইয়াযিকা মিন শাররি কুল্লি সুলাত্বানিউ ওয়ামিনাশ শাইত্বানির রাজীম, আল্লাহুম্মা

কোন উপাস্য নাই। হে আল্লাহ, আমাকে তোমার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। এবং আমাকে

সকল শক্তির অনিষ্ট থেকে বাঁচাও। রক্ষা করো বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে। হে আল্লাহ,

اِنِّيْ اَحْتَرِسُ بِكَ مِنْ شَرِّ جَمِيْعِ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ خَلَقْتَهٗ، وَاَحْتَرِزُبِكَ

ইন্নি আহ্বতারিসু বিকা মিন সাররি জামী‘ই কুল্লি যী সাররি খালাক্বতা, ওয়াআহ্বতারিযুকা

তুমি অনিষ্টকর সৃষ্টি করেছো তা থেকে। আরো সাহায্য চাই, এই সব অনিষ্টকর (সৃষ্টি) যেন আমার

مِنْهُمْ، وَاُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيَّ، ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

মিনহুম, ওয়াউক্বাদ্দিমু বাইনা ইয়াদাই, বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম,

সামনে না আসে। শুরু করছি পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। বলুন, হে মুহাম্মদ,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣

কুলহু অয়াল্লাহু আহ্বাদ। আল্লাহুস্ব স্বামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ

আল্লাহ এক, আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন তিনি কাউকে জন্ম দেননি তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤ ۞ وَمِنْ خَلْفِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَعَنْ يَّمِيْنِيْ

ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহ্বাদ। ওয়ামিন খালফি মিছলা যালিক, ওয়া‘আই

তার সমকক্ষ কেউ নেই। আমার সামনে একই প্রার্থনা করি, আমি আমার পিছনে একই প্রার্থনা করি

مِثْلَ ذٰلِكَ، وَعَنْ يَّسَارِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَمِنْ فَوْقِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ ۞

ইয়ামিনী মিছলা যালিক, ওয়া‘আই ইয়াসারী মিছলা যালিক, ওয়ামিন ফাওক্বি মিছলা যালিক।

আমি আমার ডানে একই প্রার্থনা করি, আমি আমার বামে একই প্রার্থনা করি, আমি আমার উপরে একই প্রার্থনা করি, আমি আমার নীচে একই প্রার্থনা করি,

৩ বার পড়ুন

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ

আস্ববাহ্না ওয়া আস্ববাহ্বাল মুল্কু লিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন, আল্লাহুম্মা ইন্নী

আমরা প্রভাত করছি, সকল সৃষ্টি প্রভাত করছে সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ,

اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ فَتْحَهٗ وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ وَبَرَكَتَهٗ

আসালুকা খাইরা হাযাল ইয়াওম ফাতহ্বাহু ওয়ানাস্বারাহু ওয়ানুরাহু ওয়াবারাকাতাহু

এই দিনের যত কল্যান আছে, যত সফলতা আছে যত সাহায্য আছে, যত আলো আছে, যত বরকত

وَهُدَاهٗ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ

ওয়াহুদাহু, ওয়াআউযুবিকা মিন শাররী মা ফীহি ওয়া শাররী মা বা‘দা।

আছে, যত হেদায়েত আছে, আমি তা কামনা করছি এবং আমি এ দিনের অনিষ্টতা এবং এ দিনের পরে যা আছে তা থেকে পানাহ চাচ্ছি।

৩ বার পড়ুন

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ

আল্লাহুম্মা মা আস্ববাহ্বা বী মিন নি‘মাতিন, আও বিআহাদিম, মিন খালক্বিকা

হে আল্লাহ, আমি বা তোমার যে সকল সৃষ্টি এই ভোরে কল্যানপ্রাপ্ত হয়েছে, তা শুধুমাত্র তোমারই

فَمِنْكَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

ফামিনকা ওয়াহ্বদিকা লা শারিকা লাকা ফালাকাল হ্বামদু ওয়ালাকাল শুক্র।

পক্ষ থেকে। তোমার কোন শরীক নাই। সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা একমাত্র তোমারই প্রাপ্য।

৩ বার পড়ুন

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ مِنْكَ فِىْ نِعْمَةٍ وَّعَافِيَةٍ وَّسِتْرٍ،

আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্ববাহ্বতু মিনকা ফী নী‘মাতিউ ওয়া‘আফিয়াতিউ ওয়াসিত্রিন,

হে আল্লাহ! আমি ভোর  করছি তোমার নিয়ামত, শান্তি ও নিরাপত্তায়। আমার উপরে তোমার নিয়ামত

فَاَتِمَّ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

ফাআতিম ‘আলাইয়্যা নি‘মাতাকা ওয়া‘আফিতাকা ওয়াসিত্রিকা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা।

রাজিকে পুর্ণ কর এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আমাকে তোমার শান্তি ও নিরাপত্তা দান কর।

## বিকালের মাসনূন আযকার

### ৩ বার পড়ুন

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

‘আউযু বিকালিমা তিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ব।

আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর পরিপুর্ণবাণী সমূহের মাধ্যমে, তাঁর সৃষ্টির সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে।

### ৩ বার পড়ুন

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ

আমসাইনা ওয়া আমসাল মুল্কু লিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন, আল্লাহুম্মা ইন্নী

আমরা সন্ধ্যা ঝাঁপন করছি, সকল সৃষ্টি সন্ধ্যা ঝাঁপন করছে সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الَّيْلَةِ فَتْحَهَا وَنَصْرَهَا وَنُوْرَهَا

আসালুকা খাইরা হাযিহিল লাইলাতি ফাতহাহা ওয়ানাস্বারাহা ওয়ানূরাহা

হে আল্লাহ, এই রাতের যত কল্যান আছে, যত সফলতা আছে যত সাহায্য আছে, যত আলো আছে,

وَبَرَكَتَهَا وَهُدَاهَا، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهَا

ওয়াবারাকাতাহা ওয়াহুদাহা, ওয়া‘আউযুবিকা মিন শাররী মা ফীহা

যত বরকত আছে, যত হেদায়েত আছে, আমি তা কামনা করছি এবং আমি এ দিনের অনিষ্টতা এবং এ

وَشَرِّ مَا بَعْدَ هَا

ওয়া শাররী মা বা‘দা।

দিনের পরে যা আছে তা থেকে পানাহ চাচ্ছি।

৩ বার পড়ুন

اَللّٰهُمَّ مَا وَاَمْسَى بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ

আল্লাহুম্মা মা আমসা বী মিন নি'মাতিন, আও বিআহাদিম, মিন খালক্বিকা

হে আল্লাহ, আমি বা তোমার যে সকল সৃষ্টি এই সন্ধ্যায় কল্যানপ্রাপ্ত হয়েছে, তা শুধুমাত্র তোমারই

فَمِنْكَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ ❁

ফামিনকা ওয়াহ্বদিকা লা শারিকা লাকা ফালাকাল হ্বামদু ওয়ালাকাল শুক্‌র।

পক্ষ থেকে। তোমার কোন শরীক নাই। সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা একমাত্র তোমারই প্রাপ্য।

৩ বার পড়ুন

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَمْسَيْتُ مِنْكَ فِيْ نِعْمَةٍ وَّعَافِيَةٍ وَّسِتْرٍ،

আল্লাহুম্মা ইন্নী আমসাইতু মিনকা ফী নী'মাতিউ ওয়া'আফিয়াতিউ ওয়াসিত্রিন,

হে আল্লাহ! আমি সন্ধ্যা ঝাঁপন করছি তোমার নিয়ামত, শান্তি ও নিরাপত্তায়। আমার উপরে তোমার

فَاَتِمَّ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ❁

ফাআতিম 'আলাইয়্যা নি'মাতাকা ওয়া'আফিতাকা ওয়াসিত্রিকা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা।

নিয়ামত রাজিকে পুর্ণ কর এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আমাকে তোমার শান্তি ও নিরাপত্তা দান কর।

৩ বার পড়ুন

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ❁

আল্লাহুম্মাগ ফিরলিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত ।

হে আল্লাহ! সমস্ত মু'মিন নর-নারীর গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও।

## সালাতুল ইস্তিখারা

যখন একজন ব্যক্তির জন্য কোন সিদ্ধান্ত নিতে কঠিন হয়ে যায় এবং তা করবেন কিনা তা নিয়ে অনিশ্চিত বোধ করেন যেমন বিবাহ, ব্যবসা, ভ্রমণ বা অন্য কোন জায়েয বিষয়, তাহলে তার উচিত দুই রাকাত নফল সালাতুল ইস্তিখারা আদায় করেমনোযোগ ও আন্তরিকতার সহিত এই দুয়া পাঠ করা।

## ১ বার পড়ুন

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাকিরুকা বি'ইল্মিকা ওয়া আস্তাক্বদিরুকা বিক্বুদরাতিকা

হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলমের মাধয্মে তোমার কাছে মঙ্গল কামনা করছি। তোমার কুদরতের

---

وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَآ اَقْدِرُ

ওয়াআসআলুকা মিন ফাদ্বলিকাল আয্বীম, ফা ইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদিরু

মাধ্যমে তোমার কাছে শক্তি কামনা করছি। তোমার মহান করুনা কামনা করছি। কেননা তুমি শক্তি

---

وَتَعْلَمُ وَلَآ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ لَاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ

ওয়াতা'লামু ওয়াআন্তা 'আল্লামুল গুয়ুব, আল্লাহুম্মা ইন্ কুন্তাল আমরা খাইরুল্লী

শালী আমার কোন শক্তি নেই। আমি জানি না তুমি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব কিছু জান। যদি তুমি জান

---

تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدُرْهُ لِىْ

তা'লামু আন্না হাযা ফী দীনী ওয়ামা'আশী ওয়া'আক্বিবাতি আম্রী ফাক্বদিরহু লী

আমার এ কাজটি পার্থিব স্বার্থের অনুকুল ও পরিনামে কল্যানকর তাহলে তা দান কর এবং সহজ

---

وَيَسِّرْهُ لِىْ، ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ، وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ

ওয়াইয়াসিরহু লী, ছুম্মা বারিক লী ফী, ওয়াইন কুন্তা তা'লামু আন্না হাযাল আম্রা

আমার এ কাজটি পার্থিব স্বার্থের অনুকুল ও পরিনামে কল্যানকর তাহলে তা দান কর এবং সহজ করে

---

شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ، وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ

শারুল্লী ফী দীনী, ওয়ামা'আশী ওয়া'আক্বিবাতি আম্রী ফাস্বরিফহু আন্নী ওয়াস্বরিফনী

দাও , তাতে বরকত দান কর। আর যদি তুমি জান আমার এ কাজটি দ্বীন দুনিয়ার জন্য খারাপ তাহলে

---

عَنْهُ، وَقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ

আন, ওয়াক্বদিরলিয়াল খাইরু হাইসু কানা ছুম্মা আরদিনি বিহ।

এ কাজটি থেকে আমাকে বাঁচাও। আমার জন্য সকল কল্যান নির্দিষ্ট কর ও এতে আমাকে সন্তুস্ট রাখ।

## সালাতুল হাজাত

কোন ব্যক্তির যদি আল্লাহর কাছে চাওয়ার কোন চাহিদা, সমস্যা বা প্রয়োজন থাকে তাহলে সে ভালোভাবে অযু করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুই রাকাত নফল পড়বে এবং নিম্নোক্ত দুয়া পাঠ করবে এবং তার প্রয়োজন বা সমস্যা আল্লাহর কাছে নম্রতার সাথে উল্লেখ করবে।

### ১ বার পড়ুন

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ،

লা ইলাহা ইল্লালাহুল হ্বালীমুল কারীম, সুবহ্বানাল্লাহি রাব্বিল ‘আরশিল ‘আযীম,

আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই যিনি ধৈর্য্যশীল পরম দয়ালু।আল্লাহ তায়ালা পবিত্র যিনি মহান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ

আলহ্বামদুলিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন, আসআলুকা মূজিবাতি রাহ্বমাতিকা

আরশের অধিপতি। সকল প্রশংসা সারা জাহানের প্রভু একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে এমন সব কিছু প্রার্থনা করছি যা তোমার রহমত আবশ্যক করে দেয়,

وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ

ওয়া ‘আযাইমা মাগফিরাতিক, ওয়াল ‘ইস্বমাতা মিন কুল্লি যাম্বি ওয়াগানী মিন

তোমার মাগফিরাত নিশ্চিত করে দেয়, সকল ভাল কাজের সৌভাগ্য ও সকল পাপ কাজ থেকে নিরাপত্তা

كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ،

কুল্লি বির, ওয়াসসালামাতা মিন কুল্লি ইছম, লা তাদা'লী যাম্বান ইলা গাফারতা,

কামনা করছি। তুমি আমার কোন গুনাহ ক্ষমা করা ব্যতীত অবশিষ্ট রাখিও না, এমন চিন্তাযুক্ত করিও

وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا

ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহ, ওয়ালা হাজাতান হিয়া লাকা রিদ্বান ইল্লা

না যা দুর হয় না, যে কাজে আপনার সন্তুষ্টি নন এমন কোন কাজ যেন আমি না করি। শুধু আপনার

قَضَيْتَهَا يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

ক্বাদ্বাইতাহা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

সন্তুষ্টি যে কাজে রয়েছে তাই অনুগ্রহ করে আমার জন্য নির্ধারণ করুন। হে পরম করুনাময় ও দয়ালু।

## হারানো জিনিস ফেরত পাওয়ার দুয়া

সালাতুল হাজাত আদায় করে নিম্নের দুয়া পাঠ করবেন।

**৩ বার পড়ুন**

اَللّٰهُمَّ رَآدَّ الضَّآلَّةِ، وَهَدِىَ الضَّلَالَةِ، اَنْتَ تَهْدِيْ مِنَ الضَّلَالَةِ،

আল্লাহুম্মা রাদ্দাদ্ব দ্বাল্লা, ওয়া হাদিয়াদ্ব দ্বালালা, আন্তা তাহদী মিনাদ্ব দ্বালালা,

হে আল্লাহ, হে হারানো জিনিস ফেরত প্রদানকারী এবং বিপথগামীর পথপ্রদর্শক, দয়া করে আমার কাছে

اُرْدُدْ عَلَيَّ الضَّلَالَتِيْ بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ، فَاِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ ❁

উর্দুদ ‘আলাইয়্যাদ্ব দ্বালালাতি বিক্বদুরাতিক, ফাইন্নাহা মিন ‘আত্বাইকা ওয়া ফাদ্বলিক।

ফিরেয়ে দিন আমি যা হারিয়েছি তা ফিরিয়ে দাও আপনার ক্ষমতা এবং আধিপত্য দ্বারা, নিশ্চয়ই এগুলো আপনার দয়া ও অনুগ্রহে।

## রিযিকে/সম্পদে বরকত বৃদ্ধির আমল

(১০ বার) দুরুদ শরীফ।

يَااَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ ❁

(১০০ বার) ইয়া আকরামাল আকরামীন।

সকল দয়ালুর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ❁

(১০০ বার) ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম।

মহান রাজাধিরাজ ও সকল প্রাচুর্যের মালিক ও অধিকারী।

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ ❁

(১০০ বার) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই।

يَارَزَّاقُ ❁

(১০০ বার) ইয়া রাযযাক্ব।

হে মহান রিজিক দাতা।

يَامَجِيْدُ ❁

(১০০ বার) ইয়া মাজীদ।

হে মহিমাময়।

(১ বার) দুরুদ শরীফ।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

(১০ বার) আসসালামু 'আলাইনা আইয়্যুয়ান্ নাবী, ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু।

হে নবী, আপনার উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমাদের উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

---

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْـبَرُ

(১০ বার) লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ।

---

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ وَحْـدَهٗ

(১০ বার) লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াহ্বদাহু ।

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং তিনি অনন্য।

---

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

(১০ বার) লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াহ্বদাহু লা শারিকালা।

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই আর তার কোন অংশীদারও কেহ নাই।

---

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

(১০ বার) লা ইলাহা ইল্লালাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হ্বামদ।

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং সকল প্রকার প্রশংসা তারঁই জন্য

---

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُـوَّةَ اِلَّا بِـا اللهِ

(১০ বার) লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়ালা হ্বাওলা ওয়া ক্বুউওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। আল্লাহ ব্যতীত কারো কোন প্রকার ক্ষমতাও নাই।

---

اَللهُ اَكْبَرُ

(১০ বার) আল্লাহু আকবার।

আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ।

---

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

(১০ বার) আলহ্বামদু লিল্লাহ।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

---

سُبْحَانَ اللّٰهِ بِحَمْدِهٖ

(১০ বার) সুবাহ্বানাল্লাহি বিহ্বামদি।

মহিমান্বিত ও সম্মান একমাত্র আল্লাহর। সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।

---

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ

(১০ বার) সুবাহ্বানাল্ মালীকিল ক্বুদ্দুস।

মহিমান্বিত তিনি, বিশ্ব ব্রহ্মন্ডের অধিপতি ও মহাপবিত্র তাঁর সত্তা।

---

اَسْتَغْفِرُاللّٰهُ

(১০ বার) আস্তাগফিরুল্লাহ।

হে মহান আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।

---

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ

(১০ বার) লা ইলাহা ইল্লালাহ।

আল্লাহ ছাড়া  কোন মাবুদ নাই।

---

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْبِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(১০ বার) আল্লাহুম্মা ইন্নী ‘আউযুবিকা মিন দ্বীকিদ দুনিয়া ওয়া দ্বীকি ইয়াওমিল ক্বিয়ামা।

আমি এই দুনিয়ার বাধা বিপত্তি ও আখেরাতের বিপদাপদ থেকে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছি।

---

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

(১০ বার) আল্লাহুম্মাগ ফিরিলিল মু’মিনীনা ওয়া মু’মিনাত।

হে আল্লাহ, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী মহিলাদেরকে ক্ষমা করুন।

---

zawiyah.org | prophetic-path.com

info@zawiyah.org

ShaykhAhmadDabbgh